কমিটি ফর হিউমিনিটি ইন বাংলাদেশ
Committee for Humanity in Bangladesh

আহ্বান

ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে বাংলাদেশের জনজীবন যখন অতিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তখন সরকারের দায়িত্বশীল মহল থেকে কোন কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে কথা ও কাজের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করছিলো । এক পর্যায়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের রক্ষার লক্ষ্যে পুলিশী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এ সমস্ত পরস্পরবিরোধী পদক্ষেপের মধ্যমে সৃষ্ট চরম বিশৃংখল পরিবেশের মধ্যে গত ১৭ই অক্টোবর (২০০২) সমস্ত গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে সারাদেশে সেনা মোতায়েন করা হয়। প্রাথমিক ভাবে সেনা কর্যক্রম মানুষের মধ্যে সস্তির ভাব এনে দিলেও ২রা নবেম্ভর পর্যন্ত সেনা বাহিনীর হেফাজতে ১৮ (আঠারো) জনের মৃত্যু ও কোন অভিযোগ ছাড়াই বিরোধী নেতা গ্রেফতার, বিরোধীদলের অফিস তছনছ, কোন শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরতে ব্যর্থ হওয়া, ইত্যাদি কারনে সমস্ত বিষয়টি প্রশ্নের সন্মুখীন করে তুলেছে। ইতোমধ্যে এমনেষ্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল, ইউ এস ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট, আইন ও সালীশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইনজীবি পরিষদ সেনা অভিযানের আইনগত ও মানবতার বিবেচনায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে । বাংলাদেশের মানবাধিকারের পর্যবেক্ষক হিসাবে সেনা অভিযানের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আমাদের পর্যবেক্ষন ঃ

১। ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশে খুন, ধর্ষন, সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন, বিরোধীদল দমন সহ দেশে অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ক্ষমতাশীন সরকার কোন কার্যকর পরিকল্পনা ছাড়াই বিক্ষিপ্তভাবে পুলিশ, বিডিআর ব্যবহার করে কার্যক্রম চালায়, অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার মাধ্যমে প্রশ্রয় দেওয়া হতে থাকে। এ সময় পুলিশকে বিরোধীদল দমন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপীড়ন ইত্যাদি কাজে বেশী ব্যস্ত রাখা হয়। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কাজের মাধ্যমে দেশে চরম বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়।

২। সংসদকে সম্পূর্ন উপেক্ষা করে, কোন রকম আইনগত ব্যাখ্যা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ছাড়াই সেনা মোতায়েন করা হয় ।

৩। বিগত কয়েক দিনের সেনা নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশের বিরূদ্ধে পূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট মামলা ছিল না। এমনকি গ্রেফতারকৃত বিরোধীদলীয় নেতা ও সংসদ সদস্যদের নামেও কোন অভিযোগ ছিল না । অন্যদিকে বহু মামলার আসামী শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে দৃশ্যতঃ কোন সাফল্য দেখা যায়নি।

৪। আটক ও তল্লাশীর ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কোন রকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না, যা সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লংঘন। এ ছাড়াও সেনাছাউনীতে নিয়ে শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক প্রবাসী বাংলাদেশীর নিকট আহ্বান, আসুন আমরা সবাই বাংলাদেশের বর্তমান মানবতা ও মৌলিক অধিকার বিরোধী কর্মকান্ডের বিরূদ্ধে সোচ্চার হই এবং বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করি।

ধন্যবাদান্তে

ড. মাহবুব আলম বাদল
আহ্বায়ক

আনোয়ার হোসেন মুকুল
সদস্য সচিব

(৪১৬) ৮৯২ ৭২৪৪ (৪১৬) ৩৬৬ ২৬৭৯

বাংলাদেশের চলমান মানবতাবিরোধী ঘটনা সমূহ জানতে হলে দেখুন
http://bangladeshhumanity.freeservers.com/

সম্পাদনায় ঃ আ. স . ম. জিয়াউদ্দিন